



221329 - কমেও থরোপনিয়োর কারনে যে ব্যক্তি রমযানরে রোযা রাখতে পারনে; তার কী করণীয়?

প্রশ্ন

বর্তমানে আমলিভির ক্যান্সারের কারণে কমেও থরোপনিচ্ছি। এ চিকিৎসাটা হচ্ছে দৈনিকি কিছু ট্যাবলেট সবেন, রগরে মধ্যে ইনজেকশন দয়ো। কমেও থরোপরি প্রকেষতি আমার স্বাস্থ্যরে সার্বকি যে দুর্বলতা সে কারণে এবং লাগাতরভাবে তরল জনিসি খাওয়ার প্রয়োজন থেকে তত্বাবধায়ক চিকিৎসক আমাকে রোযা না রাখার পরামর্শ দয়িছেনে। এ চিকিৎসাটি ছয়মাস চলবে। এরপর স্বাস্থ্যরে অবস্থা মূল্যায়ন করা হবে। চিকিৎসাটা কতটুকু কার্যকরী হচ্ছে সেটো জানা হবে। হতে পারে চিকিৎসার ময়োদ আরও দুইমাস বাড়তে পারে। কোন উন্নতি দেখো না গেলে অন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা হতে পারে। যমেন- রডেয়িশেন থরোপি বা সার্জিকাল ইন্টারভেনশন। দয়া করে, যে মাসে আমি রোযা রাখতে পারনি এর জন্য আমার উপর কী ওয়াজবি সেটো জানাবনে? মসজিদে যেতে না পারায় আমি যদি বাসায় তারাবীর নামায পড়ি তাহলে কি কয়ামুল লাইল এর সওয়াব পাব? শারীরকি দুর্বলতার কারণে কয়ামুল লাইল পালন করতে না পারলে আমি কী করব? পরবর্তী দিনি কি আমি এ নামাযরে কাযা পালন করব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করছি তিনি যেন আপনাকে নরিাময় করে দেন, সুস্থ করে দেন।

দুই:

রোগের কারণে রমযান মাসরে রোযা না রাখতে কোন অসুবিধা নহে। এরপর আপনি যদি রোযা রাখতে সক্ষম হন তাহলে এ মাসরে রোযা কাযা পালন করবেন। আর সক্ষম না হলে আপনি প্রতিদিনরে বদলে একজন করে মসকীনকে খাওয়াবেন।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

"অক্ষম ব্যক্তির উপর রোযা ফরয নয়। দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: "আর কউ অসুস্থ থাকলে কিংবা সফরে থাকলে সে অন্য দিনগুলোতে সংখ্যা পূরণ করবে"। [সূরা বাক্বারা, ২:১৮৫]



তবে গবেষণার মাধ্যমে এটা পরিস্কার যবে, অক্ষমতা দুই প্রকার: সাময়িকি অক্ষমতা ও স্থায়ী অক্ষমতা। সাময়িকি অক্ষমতা হল: যা দূর হওয়ার আশা রয়েছে। আয়াতে সে অক্ষমতার কথায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, অক্ষম ব্যক্তির অক্ষমতা দূর হলে সে রোগাগুলো কাযা করবে। যহেতু আল্লাহ্ বলছেন: "সে অন্য দিনগুলোতে সংখ্যা পূরণ করবে"। আর স্থায়ী অক্ষমতা হল যা দূর হওয়ার আশা নহে। এমন ব্যক্তির ওপর প্রতিদিনের বদলে একজন করে মসিকীন খাওয়ানো ওয়াজবি।"[আল-শারহুল মুমতী (৬/৩২৪-৩২৫) সমাপ্ত]

তনি:

কোন মুসলমি কয়ামুল লাইল (তারাবীর নামায) মসজিদে আদায় করুক কথিবা বাসায় আদায় করুক তার জন্য সওয়াব লখো হবে। যদিও মসজিদে আদায় করা উত্তম।

আর যে ব্যক্তি প্রতিবিছর মসজিদে গিয়ে তারাবীর নামায পড়তেন পরবর্তীতে রোগের কারণে তনি যদি বাসায় পড়েন তাহলে আল্লাহ্ তাআলা তার জন্য পরপূরণ সওয়াব লখি দবিনে; যনে তনি মসজিদেই তারাবী পড়ছেন।

আবু মুসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "যদি কোন বান্দা অসুস্থ হয় কথিবা সফরে বের হয় তাহলে সে মুকীম বা সুস্থ থাকাবস্থায় যে আমলগুলো করত অনুরূপ আমল তার জন্য লখো হয়।"[সহি বুখারী (২৯৯৬)]

চার:

রোগ বা ঘুম... ইত্যাদির মত কোন ওজরের কারণে যে ব্যক্তি রাতের কোন নামায ছুটে গেছে সে ব্যক্তির জন্য এ নামায দিনের বেলায় কাযা পালন করা শরয়িতসম্মত। আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, কোন ব্যথার কারণে বা অন্য কোন কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাতের কোন নামায যদি ছুটে যেতে তাহলে দিনের বেলায় তনি বার রাকাত নামায পড়তেন।"[সহি মুসলমি (৭৪৬)]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন:

"এ হাদিসে নমৈতিতকি আমলগুলো নয়িমতি পালন মুস্তাহাব হওয়া এবং এগুলো ছুটে গেলে কাযা পালন করার পক্ষে দলিল রয়েছে।"[শারহু সহি মুসলমি (৬/২৭) থেকে সমাপ্ত]

তাই আপন রাতের বেলায় যে পরমাণ নামায পড়তেন সটোর কাযা করবেন এবং এক রাকাত বেশি পড়বেন; যাতে করে বতিরি (বজেডে) না হয়। যহেতু রাতের ছাড়া বতিরি নামায নহে।

আল্লাহ্ই সর্ববজ্ঞঃ।